যুগান্তর

তারিখ ... 15 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

বৈষম্যমূলক ভর্তি ফি

সমতা আনতে হবে

এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। শুরু হতে যাচ্ছে এ পরীক্ষায় কৃতকার্যদের শিক্ষাজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। উচ্চতর শিক্ষার জন্য এবার তারা পড়বে কলেজে। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার বিষয়টি কি সব অভিভাবকের জন্য সুখকর? দেখা যাচ্ছে, ভর্তি ফি নির্ধারণে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে রাজধানীর বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে। উপজেলা ও জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে যেখানে ভর্তি ফি সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা, সেখানে ঢাকায় তা সর্বোচ্চ ৯ হাজার টাকা। ভর্তি নীতিমালায় এছাড়া উন্নয়ন ফি নামে আরেকটি খাতে ৩ হাজার এবং বোর্ড ফি বাবদ ২০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজধানীর একটি কলেজে একজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করাতে তার অভিভাবকের কমপক্ষে ১২ হাজার ২০০ টাকা লাগবে।

রাজধানী মানেই যে সেখানে বসবাসকারীদের সবাই বিত্তবান, তা নয়। ঢাকায় যেমন বিত্তশালীরা বাস করেন, তেমনি করেন মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত ও স্বল্প আয়ের মানুষ। স্বল্প আয়ের একজন অভিভাবকের পক্ষে তার সন্তানের জন্য ভর্তি ফি বাবদ ১২ হাজার টাকা খরচ করা নিঃসন্দেহে কষ্টকর। ঢাকায় এমন উদাহরণও খুঁজলে পাওয়া যাবে যে, রিকশাওয়ালা অথবা সমপর্যায়ের শ্রমজীবীর সন্তানও হয়তো এসএসসি পাস করেছে। তার ভর্তির জন্য ১২ হাজার টাকা কোথায় পাবে সেই শ্রমজীবী? আমরা মনে করি, কলেজে ভর্তি ফি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে স্বল্প ও বেশি আয়ের মানুষের সন্তান একই প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারে। মানবাধিকার ইস্যুর সঙ্গেও সম্পর্কিত এটি। তাছাড়া শিক্ষাব্যয় সংকোচন নীতির দাবি দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশে শিক্ষা এক ধরনের পণ্যে পরিণত হয়েছে। সন্তানের শিক্ষার পেছনে অভিভাবকদের খরচ করতে হয় বিপুল অংকের টাকা। বিষয়টি আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। অথচ শিক্ষা মানুষের এক মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্রের উচিত কম খরচে একজন নাগরিককে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

জেলা-উপজেলার শিক্ষার্থীরা যে স্বল্প খরচে কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, এটা এক সুখবর বটে। এটাও সুখবর যে, বর্তমান নীতিমালায় দরিদ্র-মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ফি মওকুফের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা শুধু রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি কমিয়ে আনার প্রস্তাব করছি। এবারের নীতিমালা ইতিমধ্যেই প্রণীত হয়ে গেছে। নীতিমালাটি সংশোধন করা না গেলে আগামী বছর থেকে যেন প্রস্তাবটি আমলে নেয়া হয়, তা মাথায় রাখতে হবে কর্তৃপক্ষকে।